সূচীপত্র

প্রকাশক—

বি, দোজা

এম্পায়ার বুক হাউস্

কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

আশ্বিন ১৩৩৯

দেড় টাকা

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা "শ্রীরাম প্রেস" হইতে

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বাচস্পতি দ্বারা মুদ্রিত।

উপহার

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত কলা-বিদ্

আমার গানের ওস্তাদ

জমীর উদ্দিন খান সাহেবের

দস্ত্ মোবারকে-

তুমি বাদশাহ্ গানের তখ্‌তে তখ্‌ত্ নশীন্,
সুর-লায়লীর দীওয়ানা মজ্‌নু প্রেম-রঙ্গীন্।
কণ্ঠে তোমার স্রোতস্বতীর উছল—গীতি,
বিহগ-কাকলি, গন্ধর্ব্ব-লোকের স্মৃতি।
সাগরে জোয়ার সম তব তান শান্ত উদার;
হৃদয়ের বেলাভূমে নিশিদিন ধ্বনি শুনি তার।
খেলায় তোমার সুরগুলি পোষা পাখীর মত,
মুক্ত-পক্ষ চঞ্চল-গতি লীলা-রত।
বীণার বেদনা বেণুর আকুতি তোমার সুরে,
ব্যথা-হত ভোলে ব্যথা তার সুখী ব্যথায় ঝুরে।
সুর-শা'জাদীর প্রেমিক পাগল হে গুণী তুমি,
মোর "বন-গীতি" নজ্‌রানা দিয়া দস্ত্ চুমি।

কলিকাতা
১লা আশ্বিন
১৩৩৯

নজ্‌রুল্ ইস্‌লাম

বন-গীতি

তিলক—কামোদ—রূপক

ভালোবাসার ছলে আমায়
তোমার নামে গান গাওয়ালে।

চাঁদের মতন সুদূর থেকে
সাগরে মোর দোল খাওয়ালে ॥

কাননে মোর ফুল ফুটিয়ে
উ'ড়ে গেলে গানের পাখী,
যুগে যুগে আমায় তুমি
এম্‌নি ক'রে পথ চাওয়ালে ॥

আঁকি তোমার কতই ছবি
তোমায় কতই নামে ডাকি,
পালিয়ে বেড়াও, তাইত তোমায়
রেখার সুরে ধ'রে রাখি।

মানসী মোর! কোথায় কবে
আমার ঘরের বধূ হবে,
লোক হ'তে গো লোকান্তরে
সেই আশে তরী বাওয়ালে ॥

তিলং-খাম্বাজ মিশ্র—তাল ফের্তা

কে নিবি ফুল কে নিবি ফুল।
টগর যুঁথি বেলা মালতী
চাঁপা গোলাব বকুল।
নার্গিস্ ইরাণী গুল্॥

আমার যৌবন-বাগানে
হাওয়া লেগেছে ফুল জাগা'নে,
যেতে ঢ'লে পড়ি,
খু'লে পরে এলো চুল।
মন আকুল, আঁখি ঢুলু ঢুল্॥

ফুটেছে এত ফুল, ফুল-মালি কই,
গাঁথিবে মালা ক'বে সেই আশে রই,
মালা দিব কারে ভেবে সারা হই,
সহিতে পারিনা এ ফুল-ঝামেলা
চামেলা পারুল॥

কানাড়া মিশ্র—কাওয়ালী

পেয়ে আমি হারিয়েছি গো
আমার বুকের হারামণি।
গানের প্রদীপ জ্বেলে তারেই
খুঁজে ফিরি দিন রজনী॥

সে ছিল গো মধ্য মণি
আমার মনের মণি-মালায়,
রেখে ছিলাম লুকিয়ে তায়
মাণিক যেমন রাখে ফণী॥

স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ নিয়ে সে মোর
এসেছিল দগ্ধ বুকে,
অসীম আঁধার হাত্‌ড়ে ফিরি
খুঁজি তারি রূপ লাবণী ॥

হারিয়ে যে যায় হায় কেন সে
যায় হারিয়ে চিরতরে,
মিলন-বেলাভূমে বাজে
বিরহেরই রোদন-ধ্বনি ॥

কাজরী—কার্ফা

সখি বাঁধো লো বাঁধো লো ঝুলনিয়া।
নামিল মেঘ্‌লা মোর বাদরিয়া॥
চল কদম তমাল তলে গাহি কাজরিয়া
চল লো গোরী শ্যামলিয়া॥

বাদল-পরীরা নাচে গগন-আঙিনায়,
ঝমাঝম্‌ বৃষ্টি-নূপুর পায়
শোনো ঝমাঝম বৃষ্টি নূপুর পায়।
এ হিয়া মেঘ হেরিয়া ওঠে মাতিয়া॥

মেঘ-বেণীতে বেঁধে বিজলী-জরীণ্ ফিতা,
গাহিব দু'লে দু'লে শাওন-গীতি কবিতা,
শুনিব বঁধুর বাঁশী বন-হরিণী চকিতা.
দয়িত-বুকে হব বাদল-রাতে দয়িতা।

পর মেঘ-নীল সাড়ি ধানী-রঙের চুনরিয়া,
কাজলে মাজি' লহ আঁখিয়া॥

কাফি—ঝাঁপতাল

যায় ঢু'লে ঢু'লে এলো চুলে
কে বিষাদিনী।
তার চোখে চেয়ে ম্লান হয়ে
যায় গো চাঁদিনী॥

তার সোনার অঙ্গ অনাদরে
হয়েছে কালি,
হায় ধূলায় লুটায় নবীন যৌবন
ফুলের ডালি,
কোন্ মদির আঁখির খেয়েছে তীর
বন-হরিণী॥

তার চটুল চরণ নাচ্‌ত যেন
**নোটন্‌-কপোতী,
মরুর বুকে ফুল ফোটাত
তার দোদুল গতি,
আজ ধীরে সে যায় যেন শীতের
মৃদুল্‌ তটিনী ॥

পিলু—দাদ্‌রা

যমুনা-সিনানে চলে
তন্বি মরাল-গামিনী।
লুটায়ে লুটায়ে পড়ে
পায়ে বকুল কামিনী॥
মধু বায়ে অঞ্চল,
দোলে অতি চঞ্চল,
কালো কেশে আলো মেখে
খেলিছে মেঘ দামিনী॥
তাহারি পরশ চাহি'
তটিনী চলেছে বাহি,'
তনুর তীর্থে তারি
আসে দিবা ও যামিনী॥

গ্রাম্য সঙ্গীত

নদীর নাম সই অঞ্জনা
নাচে তীরে খঞ্জনা,
পাখী সে নয় নাচে কালো আঁখি ।
আমি যাব না আর অঞ্জনাতে
জল নিতে সখি লো,
ঐ আঁখি কিছু রাখিবে না বাকী ॥

সে দিন তুল্‌তে গেলাম
দুপুর বেলা
কলমী শাক ঢোলা ঢোলা
হ'লনা আর সখি লো শাক তোলা
আমার মনে পরিল সখি,
ঢল ঢল তার চটুল আঁখি,
ব্যথায় ভরে উঠ্‌লো বুকের তলা ॥

ঘড়ে ফেরার পথে দেখি,

নীল শালুক সুঁদি ওকি ফু'টে আছে

ঝিলের গহীন জলে।

আমার অমনি পড়িল মনে

সেই ডাগর আঁখি লো,

ঝিলের জলেঁ চোখের জলে

হলো মাখামাখি ॥

গজল গান

আল্‌গা করগো খোপার বাঁধন
দীল্‌ উঁহি মেরা ফঁস্‌ গয়ি।
বিনোদ বেণীর জরীণ্‌ ফিতায়
আন্ধা এশ্‌ক মেরা কস্‌ গয়ি॥
তোমার কেঁশের গন্ধে কখন
লুকায়ে আসিল লোভী আমার মন,
বেহুশ হো কর্‌ গির্‌ পড়ি হাথ্‌মে
বাজু বন্দ্‌মে বস্‌ গয়ি॥
কানের দুলে প্রাণ রাখিলে বিঁধিয়া,
আঁখ্‌ ফেরা দিয়া চোরা কর্‌ নিদিয়া,
দেহের দেউড়িতে বেড়াতে আসিয়া
আউর নেহিঁ, উয়ো ওয়াপস্‌ গয়ি॥

বাউল—লোফা

পথ-ভোলা কোন্ রাখাল ছেলে।
সে একলা বাটে শূন্য মাঠে
খেলে বেড়ায় বাঁশী ফেলে॥
কভু সাঁঝ গগনে উদাস মনে
চাহিয়া হেরে গো কারে,
হেরে তারার উদয়, কভু চেয়ে রয়
সুদূর বন-কিনারে।
হেরে সাঁঝের পাখী ফিরে গো যখন
নীড়ের পানে পাখা মেলে॥
তার ধেনু ফিরে যায় গ্রামের পানে
আন্‌মনে সে বসিয়া থাকে,
ঐ সন্ধ্যাতারার দীপ যে জ্বালায়
সে যেন কোথায় দেখেছে তাকে।

তার নূপুর লুটায় পথের ধূলায়
সে ফিরে নাহি চায় কাহারে খোঁজে,
দূর চাঁদের ভেলায় মেঘ-পরী যায়
সে যেন তাহার ইশারা বোঝে।

সে চির-উদাসী পথে ফেরে হায়
সকল সুখে আগুন জেলে ॥

পিলু-বারোঁয়া—আদ্ধা কাওয়ালী

কোকিল, সাধিলি কি বাদ।
নিশি অবসান হ'ল
না মিটিতে সাধ ॥

মিলনের মোহ কেন
ডাকিয়া ভাঙিলি হেন,
তুই রে সতিনী যেন
চন্দ্রাবলীর ফাঁদ ॥

সারা নিশি অভিমানে
চাহিনি শ্যামের পানে,
জেগে দেখি কুহু তানে—
নাহি শ্যাম চাঁদ ॥

ননদিনী কুটীলা কি
পাঠায়েছে তোরে পাখী,
সুখের বাসরে ডাকি'
আনিলি বিষাদ ॥

গজল (যোগিয়া মিশ্র) কার্ফা

দিতে এলে ফুল, হে প্রিয়,
কে আজি সমাধিতে মোর।
এত দিনে কি আমারে
পড়িল মনে মনোচোর॥

জীবনে যারে চাহনি
ঘুমাইতে দাও তাহারে,
মরণ-পারে ভেঙ্গোনা
ভেঙ্গোনা তাহার ঘুম-ঘোর॥

দিতে এসে ফুল কেঁদোনা প্রিয়
মোর সমাধি পাশে
ঝরিল যে ফুল অনাদরে হায়—
নয়ন-জলে বাঁচিবে না সে।
সমাধি-পাষাণ নহে গো
তোমার সমান কঠোর॥

কত আশা সাধ মিশে যায় মাটির সনে,
মুকুলে ঝরে কত ফুল কীটের দহনে।

কেন অ-সময়ে আসিলে,
ফিরে যাও,
মোছ আঁখি-লোর।

বেহাগ মল্লার—কার্ফা

কে এলে মোর চির-চেনা
অতিথি দ্বারে মম।
ফুলের বুকে মধুর মত
পরাগে সুবাস সম॥

বর্ষা-শেষে চাঁদের মতন
উদয় তোমার নীরব গোপন,
জোৎস্না-ধারায় নিখিল ভুবন
ছাইয়া অনুপম॥

হৃদয় বলে, চিনি চিনি
আঁখি বলে, দেখিনি তায়,
মন বলে, প্রিয়তম॥

ভজন

ভীম পলশ্রী—কার্ফা

দোলে নিতি নব রূপের ঢেউ-পাথার
ঘনশ্যাম তোমারি নয়নে।
আমি হেরি যে নিখিল বিশ্বরূপ—
সংসার তোমারি নয়নে ॥

তুমি পলকে ধর নাথ সংহার-বেশ,
হও পলকে করুণা-নিদান পরমেশ,
নাথ ভরা যেন বিষ অমৃতের ভাণ্ডার
তোমার দুই নয়নে ॥

ওগো মহা-শিশু, তব খেলা-ঘরে
এ কি বিরাট সৃষ্টি বিহার করে,
সংসার চক্ষে তুমিই হে নাথ,
সংসার তোমারি নয়নে ॥

তুমি নিমেষে রচি' নব বিশ্বছবি
ফেল নিমেষে মুছিয়া হে মহাকবি,
করে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভুবন-সঞ্চার
তোমারি নয়নে ॥

তুমি ব্যাপক বিশ্ব চরাচর
জড় জীব জন্তু নারী নরে,
কর কমল-লোচন, তোমার রূপ বিস্তার হে
আমার নয়নে

পিলু—কার্ফা

এলে কি বঁধু ফুল-ভবনে।
মেলিয়া পাখা নীল গগনে॥
একা কিশোরী লাজ বিসরি'
তোমারে স্মরি সঙ্গোপনে'
এস গোধূলির রাঙা লগনে॥

পাতার আসন শাখায় পাতা,
বালিকা কলির মালিকা গাঁথা,
দিনু গন্ধ-লিপি ভোর পবনে॥

ভজন

মেঘ—তেতালা

হে বিধাতা !

দুঃখ শোক মাঝে তোমারি পরশ রাজে,
কাঁদায়ে জননীপ্রায় কোলে কর পুনরায়
শান্তি-দাতা,
হে বিধাতা ॥

ভুলিয়া যাই হে যবে সুখ-দিনে তোমারে
স্মরণ করায়ে দাও আঘাতের মাঝারে,
দুঃখের মাঝে তাই হে প্রভু তোমারে পাই
দুঃখ-ত্রাতা,
হে বিধাতা ॥

দারা-সুত-পরিজন-রূপে প্রভু অনুখণ,
তোমার আমার মাঝে আড়াল করে সৃজন,
তুমি যবে চাহ মোরে লও হে তাদের হ'রে
ছিঁড়ে দিয়ে মায়া-ডোর ক্রোড়ে ধর আপন।

ভক্ত সে প্রহ্লাদ ডাকে যবে নারায়ণ
নির্ম্মম হয়ে তার পিতার ও হর জীবন,
সব যবে ছেড়ে যায় দেখি তব বুকে হায়
আসন পাতা।
হে বিধাতা॥

ভীম পলশ্রী মিশ্র-দদ্‌রা

পাষাণের ভাঙ্গালে ঘুম
কে তুমি সোনার ছোঁওয়ায়।
গলিয়া সুরের তুষার
গীতি-নির্ঝর বয়ে যায়॥

উদাসীন বিবাগী মন
যাচে আজ বাহুর বাঁধন;
কত জনমের কাঁদন
ও পায়ে লুটাতে চায়॥

তোমার চরণ-ছন্দে মোর
মুঞ্জরিল গানের মুকুল,
তোমার বেণীর বন্ধে গো
মরিতে চায় সুরের বকুল।
চম্‌কে ওঠে মোর গগন
ঐ হরিণ—চোখের চাওয়ায়॥

হাম্বীর—তেতালা

ব'লোনা ব'লোনা ওলো সই
আর সে কথা।
ভোমরা চপল-মতি
ফিরে সে যথা তথা॥

তরু কি লতার কাছে
এসে কভু প্রেম যাচে,
তরু বিনা নাহি বাঁচে
অসহায় লতা॥

ভুলিতে যার নাই তুলনা,
সখি তার কথা ভুলোনা,
প্রাণহীন পাষাণে গড়া
সে যে দেবতা॥

ইমনকল্যাণ—কাওয়ালা

মরম-কথা গেল সই মরমে ম'রে।
শরম বারণ যেন করিল চরণ ধ'রে॥
ছল ক'রে কত শত
সে মম রুধিত পথ,
লাজ-ভয়ে পলায়েছি
সে ফিরেছে ব্যথাহত,
অনাদরে প্রেম কুসুম গিয়াছে ম'রে॥
কত যুগ মোর আশে ব'সে ছিল পথ পাশে,
কত কথা কত গান জানায়েছে ভালোবেসে,
শেষে অভিমানে নিরাশে গিয়াছে স'রে॥

ভজন

ভৈরবী—কাফ্‌ৰ্ণা

চল মন আনন্দ-ধাম।

চল মন আনন্দ-ধাম রে

চল আনন্দ-ধাম ॥

লীলা-বিহার প্রেম-লোক

নাই রে সেথা দুখ শোক,

সেথা বিহরে চির-ব্রজ-বালক

বনশীওয়ালা শ্যাম রে

চল আনন্দ-ধাম ॥

সেথা নাহি মৃত্যু, নাহি ভয়,

নাহি সৃষ্টি, নাহি লয়,

খেলে চির-কিশোর চির-অভয়

সঙ্গীত ওম্ নাম রে

চল আনন্দ-ধাম ॥

ঝিঁঝিট—একতাল।

এস হৃদি-রাস-মন্দিরে এস
হে রাস-বিহারী কালা।
মম নয়নের পাতে রাখিয়াছি গেঁথে
অশ্রু-যূথীর মালা॥

আমার কাঁদন-যমুনার নদী
ভাঁটি-টানে শুধু বহে নিরবধি,
তারে বাঁশরীর তানে বহাও উজানে
ভোলাও বিরহ-জ্বালা॥

আমি ত্যাজিয়াছি কবে লাজ মান কুল
বহি' কলঙ্ক এসেছি গোকুল,
আমি ভুলিয়াছি ঘর শ্যাম নটবর
কর মোরে ব্রজ-বালা॥

জৌনপুরী—তেতাল

আমার সকলি হরেছ হরি
এবার আমায় হ'রে নিও।
যদি সব হরিলে নিখিল-হরণ
তবে ঐ চরণে শরণ দিও॥

আমায় ছিল যারা আড়াল ক'রে
হরি তুমি নিলে তাদের হ'রে,
ছিল প্রিয় যারা গেল তারা
হরি এবার তুমিই হও হে প্রিয়॥

পাহাড়ী—তেতালা

যমুনা কূলে মধুর মধুর মুরলী সখি বাজিল।
মাধব নিকুঞ্জ-চারী শ্যাম বুঝি আসে—
কদম্ব তমাল নব পল্লবে সাজিল॥

ময়ূর তমাল তলে পেখম খোলে,
ব্যাকুলা গোপ-বালা শুনিয়া সে তান,
যুগ যুগ ধরি যেন শ্যাম
বাঁশরী বাজায় গো,
বাঁশীতে শ্যাম মোরে যাচিল॥

বাগেশ্রী-সিন্ধু—কাহারবা

কুসুম-সুকুমার শ্যামল তনু
হে ফুল-দেবতা লহ প্রণাম।
বিটপী লতায় চিকণ পাতায়
ছিটাও হাসি কিশোর শ্যাম॥

পূজার থালা এ অর্ঘ্য-ডালা
এনেছি দিতে তোমার পায়,
দেহ শুভ বর কুসুম-সুন্দর
হউক নিখিল নয়নাভিরাম॥

এ বিশ্ব বিপুল কুসুম-দেউল
হউক তোমার ফুল-কিশোর!
মুরলি-করে এস গোলক-বিহারী
হউক ভূলোক আনন্দ-ধাম॥

ভজন

পাহাড়ী—কার্ফা

কোথায় তুই খুঁজিস্ ভগবান
সে যে রে তোরি মাঝারে রয়,
চেয়ে দেখ্ সে তোরি মাঝারে রয়,
সাজিয়া যোগী ও দরবেশ
খুঁজিস্ যারে পাহাড় জঙ্গল ময়
সে যে রে তোরি মাঝে রয়॥

আঁখি খোল্ ইচ্ছা-অন্ধের দল
নিজেরে দেখ্ রে আয়নাতে,
দেখিবি তোরই এই দেহে
নিরাকার তাঁহার পরিচয়॥

ভাবিস্ তুই ক্ষুদ্র কলেবর
ইহাতেই অসীম নীলাম্বর,
এ দেহের আধারে গোপন
রহে রে বিশ্ব চরাচর,
প্রাণে তোর প্রাণের ঠাকুর
বেহেশ্‌তে স্বর্গে-কোথাও নয় ॥

এই তোর-মন্দির মস্‌জিদ
এই তোর কাশী বৃন্দাবন,
আপনার পানে ফিরে চল্
কোথা তুই তীর্থে যাবি মন !
এই তোর মক্কা মদিনা,
জগন্নাথ-ক্ষেত্র এই হৃদয় ॥

——

সিন্ধু-ভৈরবী—কার্ফা

কেঁদে যায় দখিণ হাওয়া
ফিরে ফুল-বনের গলি।
ফিরে যাও চপল পথিক,
তুলে কয় কুসুম-কলি॥
ফেলিছে সমীর দীরঘ শ্বাস
আসিবে না আর এ মধু-মাস
কহে ফুল, জনম জনম
এমনি গিয়াছ চলি॥
কাঁদে বায়, রজনী-ভোরে
বাসি ফুল পড়িবি ঝ'রে;
কহে ফুল, এমনি ক'রে
আমি ফুল-চোরে রে দলি॥
কাঁদে বায়, নিদাঘ আসে
আমি যাই সুদূর বাসে,
ফু'টে ফুল হাসিয়া ভাষে—
প্রিয়তম যেয়ো না চলি॥

খাম্বাজ মিশ্র—কার্ফা

মেরোনা আমারে আর নয়ন—বানে।
কি জ্বালা ব্যাধের বানে
বনের হরিণই জানে॥

একে এ পরাণ দহে,
মদির ও আঁখির মোহে
চাহনির যাদু মাখা তায়।

জ্বলিছে আলেয়া-শিখা
নয়ন-জলের মরীচিকা
পিয়াসী পথিক ছোটে হায়
তাহারি টানে॥

তব রূপের সায়রে ও নয়ন
শাপ্‌লা সুঁদির ফুল,
তুলিতে গিয়া ডুবিল
শত সে পথিক বেভুল।

সুন্দর ফণীর শিরে
ও যেন যুগল মণি,
যে গেল সে মণির মায়ায়
তারে দংশিল অমনি।

শত সে হৃদয়-নদী
কেঁদে যায় নিরবধি,
সাগর—ডাগর ও আঁখির পানে

বেহাগ খাম্বাজ—দাদ্‌রা

হে'লে দু'লে নীর ভরণে ও কে যায়।
ছল ক'রে কল্‌সী নাচায় (কিশোরী)॥

দুলে দোদুল্ তনু—লতা, বাহু দোলে,
দুলে অঞ্চল চঞ্চল বায়।
দুলে বেণী, দুলে চাবি আঁচ্‌লায়॥

নাচে জল-তরঙ্গে তটিনী রঙ্গে
জলদ্ দাদ্‌রা বাজায়।
মম পরাণ্ নূপুর হ'তে চায় (তার পায়)॥

জংলা—দাদ্‌রা

বনে মোর ফুটেছে হেনা চামেলী
যূথী বেলি।
এস এস কুসুম-সুকুমার
শীতের মায়া-কুহেলি অবহেলি' ॥
পরাণে দেয় দোলা দেয় দোলা দেয় দোলা
উতল দখিণা হাওয়া,
কোকিল কুহরে কুহু কুহু স্বরে,
মদির স্বপন-ছাওয়া।
হাসে গীত-চঞ্চল জোছ্‌না-উজল
মাধবী রাতি,
এস এস যৌবন-সাথী
ফুল-কিশোর, হে চিতচোর, দেবতা মোর!
মম লাজ-অবগুণ্ঠন ঠেলি ॥

চাষাণীর গান

ঝুমুর—কাফি

ও দুখের বন্ধুরে, ছেড়ে কোথায় গেলি।
ছেড়ে কোথায় গেলিরে বন্ধু, একলা ঘরে ফেলি॥
আমায় গঞ্জনা দেয় ঘরে পরে,
আমি ভুল্‌তে তবু নারি তোরে রে,
আমি লবণ দিতে পান্তা ভাতে হলুদ দিয়ে ফেলি॥
তোর লাঙল তোর কাস্তে নিয়ে
আমি খুজে বেড়াই মাঠে গিয়ে,
আমার চোখের জলে মাঠ ভেসে যায়
তুই তবু কই এলি।
তেল মেখে কি গায়ে তোরা
পিরীতি করিস্ মনোচোরা,
ধরিতে কি না ধরিতে
যাস্‌রে পিছলি।

চাষার গান

বাউল—কার্ফা

আমি ডুরি-ছেঁড়া ঘুড়ির মতন
চল্‌ছি উ'ড়ে প্রাণ সই ॥
ছুটি ঊর্দ্ধশ্বাসে ঝড়-বাতাসে
পড়্‌ব কোথায় কেম্‌নে কই ॥
তোর থেকে লো চ'লে এসে
আমার বুকের পাঁজ্‌রা গেছে খসে.
সেই ভাঙা বুকের খাপ্‌রা ভ'রে
কুল্‌ কাঠেরি আগুন বই ॥
কাঁদিয়ে তোরে ও প্রেয়সী,
তোরও চেয়ে কাঁদ্‌ছি বেশী,
আমার পাকা ধানের ক্ষেতে আমি
আপন হাতে দিলাম মই ।
তোর কাঁদনের গাঙের তীরে
আমি নৌকা বেয়ে আস্‌ব ফিরে,
তুই ভেজে রাখিস্‌ দুখের তাতে
মন-আখাতে প্রেমের খই ॥

ডুয়েট্ গান

পুরুষ ॥ তুমি ফুল আমি সুতো গাঁথিব মালা ॥
স্ত্রী ॥ তাহে মোরেই সহিতে হবে সূচীর জ্বালা ॥
পু ॥ দুলিবে গলে মোর বুকের পরে,
স্ত্রী ॥ ফেলে দিবে বাসি হ'লে নিশি ভোরে,
আমি বন-কুসুম ঝরি বনে নিরালা ॥
পু ॥ তব কুঞ্জ-গলি
আসে দখিণ হাওয়া,
আসে চপল অলি ॥
স্ত্রী ॥ তারা রূপ-পিয়াসা
তারা ছিঁড়েনা কলি।
তারা বনের বাহিরে মোরে নেবেনা কালা ॥
পু ॥ তবে চলিয়া যাই আমি নিরাশা লয়ে.
স্ত্রী ॥ না, না, থাক বুকে শিশির হয়ে.
তব প্রেমে করিব আমি বন উজালা ॥

ডুয়েট্ গান

পুরুষ ॥ মন নিয়ে আমি লুকোচুরি-খেলা খেলি প্রিয়ে।

স্ত্রী ॥ ধরিতে পারি না পেতে তাই প্রেম-ফাঁদ
আমি মেঘ তুমি চাঁদ, ফের গো কাঁদিয়ে॥

পু ॥ মন্দ বায় আমি গন্ধ লুটি শুধু
চাইনে আমি সে মধু,

স্ত্রী ॥ চাইনে চাইনে বধু!
তাহে নাই সুখ নাই,
আমি পরশ যে চাই।

পু ॥ স্বপন-কুমার ফিরি যে আমি
মন ভুলিয়ে।

উভয়ে ॥ চল তবে যাই মোরা স্বপ্নের দেশে
জোছ্নায় ভেসে
নন্দন-পারিজাত ফুল কুটিয়ে

ডুয়েট্ গান

উভয়ে ॥ ভালোবাসায় বাঁধব বাসা
আমরা দু'টী মাণিক-জোড়।
থাক্‌ব বাঁধা পাখায় পাখায়
মাখা মাখি প্রেম-বিভোর ॥
পু ॥ আমার বুকে যত মধু
স্ত্রী ॥ আমার বুকে ঢাল্‌বে বধু!
পু ॥ আমি কাঁদব যখন দুখে
স্ত্রী ॥ আমি মুছাব সে নয়ন-লোর ॥
পু ॥ আমি যদি কভু মনের ভু'লে,
তোমায় প্রিয়া থাকি, ভু'লে
স্ত্রী ॥ আমি রইব তাতেই
ফুলের মালায় লুকিয়ে
যেমন থাকে ডোর ॥

ভজন

মোর মন ছুটে যায় দ্বাপর যুগে
দূর দ্বারকায় বৃন্দাবনে।
মোর মন হ'তে চায় ব্রজের রাখাল
খেল্‌তে রাখাল-রাজার সনে॥

রূপ ধরেনা বিশ্বে যাহার
দেখ্‌তে যায় সাধ কিশোর-রূপ তার,
কেমন মানায় নরের রূপে
অনন্ত সেই নারায়ণে॥

সাজ্‌ত কেমন শিখী-পাখা
বাজ্‌ত কেমন নূপুর পায়ে,
থির কেমন থাক্‌ত ধরা
নাচ্‌ত যখন তমাল ছায়ে।
মা যশোদা বাঁধ্‌ত যখন
কাঁদ্‌ত ভগবান কেমনে॥

বাজাত সে বেণু যখন
উঠ্‌তনা কি বিশ্ব কেঁপে,
ছড়িয়ে যেত সে সুর কোথায়
আকাশ গ্রহ তারা ছেপে,
রাধার সনে ছুট্‌তনা কি
পাগল নিখিল বাঁশীর স্বনে ॥

তারে সাজ্‌ত কেমন বন-মালায়
বিশ্ব যাহার অর্ঘ সাজায় ;
যোগী-ঋষি পায়না ধ্যানে
গোপ বালা কেমনে পায় ।
তেম্‌নি ক'রে কালার প্রেমে
সব খোয়াব এই জীবনে ॥

———

ভজন

মান্দ—কার্ফা

চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়।
আজিকে যে রাজাধিরাজ কা'ল সে ভিক্ষা চায়॥

অবতার শ্রীরাম যে জানকীর পতি
তারো হ'ল বনবাস রাবণ-করে দুর্গতি।
আগুনেও পুড়িল না ললাটের লেখা হায়॥

স্বামী পঞ্চ পাণ্ডব, সখা কৃষ্ণ ভগবান,
দুঃশাসন করে তবু দ্রৌপদীর অপমান।
পুত্র তার হ'ল হত যদুপতি যার সহায়॥
মহারাজ শ্রীহরিশ্চন্দ্র রাজ্যদান ক'রে শেষ

শ্মশান-রক্ষী হয়ে লভিল চণ্ডাল বেশ।
বিষ্ণু-বুকে চরণ-চিহ্ন, ললাট-লেখা কে খণ্ডায়॥

কীর্ত্তন—মিশ্র

দেখে যা তোরা নদীয়ায়।
গোরার রূপে এল ব্রজের শ্যামরায়॥
মুখে হরি হরি ব'লে হে'লে দু'লে নেচে চলে,
নর নারী প্রেমে গ'লে ঢ'লে পড়ে রাঙা পায়॥

ব্রজে নূপুর পরি' নাচিত এমনি হরি
কুল ভুলিয়া সবে ছুটিত, এমনি করি',
শচী মাতার রূপে কাঁদে মা যশোদা,
বিষ্ণু প্রিয়ার চোখে কাঁদে কিশোরী রাধা।
নহে নিমাই নিতাই ওযে কানাই বলাই,
শ্রীদাম সুদাম এলো জগাই মাধাই এ হায়॥

অসি নাই বাঁশী নাই এবার শূন্য হাতে
এসেছে ভুবন ভুলাতে।
লীলা-পাগল এল প্রেমে মাতাতে,
ডুবু ডুবু নদীয়া, বিশ্ব ভাসিয়া যায়

ঝুমুর—খেমটা

কালা এত ভাল কি হে কদম্ব গাছের তলা।
আমি দেখ্‌ছি কত দেখ্‌ব কত তোমার ছলা কলা॥
আমি জল নিতে যাই যমুনাতে
তুমি বাজও বাঁশী হে,
মনের ভুলে কলস ফেলে
তোমার কাছে আসি হে,
শ্যাম দিন দুপুরে গোকুলপুরে দায় হ'ল যে চলা॥

আমার চারদিকেতে ননদ সতীন দু'কূল রাখা ভার,
আমি সইব কত আর,
ওরা লুকিয়ে হাসে দেখে মোদের
গোপন লীলার ছলা।

বিভাষ মিশ্র—একতালা

জবাকুসুম-সঙ্কাশ
ঐ উদার অরুণোদয়।
অপগত তমোভয় জয়
হে জ্যোতির্ম্ময় ॥

জননীর সম স্নেহ-সজল
নীল গাঢ় গগন-তল,
সুপেয় বারি প্রসূণ ফল
তব দান অক্ষয়।
অপহৃত সংশয়
জয় হে জ্যোতির্ম্ময়।

ভৈরবী—কার্ফা

মাধব বংশীধারী বনওয়ারী গোঠ-চারী
গোবিন্দ কৃষ্ণ মুরারি।
গোবিন্দ কৃষ্ণ মুরারি হে,
পাপ-তাপ-দুখ-হারী ॥

কালরূপ কভু দৈত্য-নিধনে,
চিকণ কালা কভু বিহর বনে,
কভু বাজাও বেণু খেল ধেনু সনে,
কভু বামে রাধা-প্যারী,
গোপ-নারী-মনোহারি,
নিকুঞ্জ-লীলা-বিহারী

কুরুক্ষেত্র-রণে-পাণ্ডব-মিতা,
কণ্ঠে অভয় বাণী ভগবদ্ গীতা,
হে পূর্ণ ভগবান পরম পিতা,
শঙ্খ চক্র গদাধারী,
পাপ-তারী, কাণ্ডারী
ত্রিভুবন সৃজন-কারী ॥

আশাবরী—দাদ্‌রা

আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়
দেখে যা আলোর নাচন
মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব
যার হাতে মরণ বাঁচন ॥

আমার কালো মেয়ের আঁধার কোলে
শিশু রবি শশী দোলে
মায়ের একটুখানি রূপের ঝলক
ঐ স্নিগ্ধ বিরাট নীল-গগন ॥

পাগ্‌লী মেয়ে এলোকেশী
নিশীথিনীর দুলিয়ে কেশ
নেচে বেড়ায় দিনের চিতায়
লীলার রে তার নাইকো শেষ

সিন্ধুতে ঐ বিন্দু খানিক
তার ঠিক্‌রে পড়ে রূপের মানিক,
বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না
আমার তাই দিগ্‌-বসন ॥

সিন্ধুকাফি—যৎ

শ্যামা তুই বেদেনীর মেয়ে
(তাই) মাঠে ঘাটে বেড়াস্ ধেয়ে
তুই কোন্ দুখে এই ভেক নিলি মা
থাক্‌তে নিখিল ছেলে মেয়ে ॥

হেম কৈলাসে তোর আগুন জ্বালি'
গৌরী মেয়ে সাজলি কালি,
তুই অন্নপূর্ণা নাম ভুলিলি
ভূতনাথের সঙ্গ পেয়ে ॥

ডুগ্‌ডুগি ঐ বাজায় মহেশ
ক্ষ্যাপা ব্যাটা গাঁজা খেয়ে,
তাই দেখে তুই চণ্ডী সেজে
ক্ষেপে গেলি হাবা মেয়ে ॥

রাজার মেয়ের এ কি খেয়াল,
মেরে বেড়াস্ অসুর-শেয়াল,
তুই দানব ধ'রে বাঁদর নাচাস্
কাজ নাই তোর খেয়ে দেয়ে

সরস্বতী-বন্দনা

জয় বাণী বিদ্যাদায়িনী।
জয় বিশ্ব-লোক-বিহারিনী ॥

সৃজন-আদিম তমঃ অপসারি'
সহস্র দল কিরণ বিথারি
আসিলে মা তুমি গগন বিহারি
মানস-মরাল-বাহিনী ॥

ভারতে ভারতী মূক তুমি আজি
বীণাতে উঠিছে ক্রন্দন বাজি
ছিন্ন-চরণ শতদল রাজি
গাহিছে বিষাদ-কাহিনী ॥

উঠ মা আবার কমলাসীনা
করে ধর পুনঃ সে রুদ্র বীণা,
নব সুর তানে বাণী দিনাহীনা
জাগাও অমৃত ভাষিনী ॥

ভৈরবী—একতালা

রোদনে তোর বোধন বাজে
আয় মা শ্যামা জগন্ময়ী।
আমরা যে তোর মানব-ছেলে
আমরা ত মা দানব নই॥
তোর মাথায় গেছে রক্ত চড়ে'
তাই পা রেখেছিস শিবের পরে,
স্বামী কে তুই মা চিন্‌তে নারিস
চিন্‌বি ছেলেয় কেম্‌নে কই॥

তোর বাবা যেমন অটল পাষাণ
তেমনি অটল তোরও কি প্রাণ!
তুই সব খেয়েছিস সকল-খাগী
এবার শুধু ভিক্ষা মাগি—
তোর আপন ছেলের মাথা খা তুই
মোরাও দুঃখ-মুক্ত হই॥

বাউল—খেমটা

তুমি দুখের বেশে এলে ব'লে ভয় করি কি হরি।
দাও ব্যথা যতই, তোমায় ততই নিবিড় ক'রে ধরি
আমি ভয় করি কি হরি॥

আমি শূন্য ক'রে তোমার ঝুলি
দুঃখ নেব বক্ষে তুলি',
আমি করব দুখের অবসান আজ
সকল দুঃখ বরি'।
আমি ভয় করি কি হরি॥

তুমি তু'লে দিয়ে সুখের দেয়াল
ছিলে আমার প্রাণের আড়াল,
আজ আড়াল ভেঙ্গে দাঁড়ালে মোর
সকল শূণ্য ভরি'।
আমি ভয় করি কি হরি॥

বাউল—খেম্‌টা

ওহে রাখাল-রাজ ! কি সাজে
সাজালে আমায় আজ।
আমার ঘরের ভূষণ কেড়ে নিয়ে
দিলে চির-পথিক সাজ

তোমার পায়ের নূপুর আমায় দিয়ে
'ঘোরাও পথে ঘাটে নিয়ে
বেড়াই বাউল একতারা বাজিয়ে হে,
তোমার ভুবন-নাটে নেচে বেড়াই
ভু'লে সরম ভরম লাজ ॥

তোমার নিত্য খেলার নৃত্য-সাথী
আনন্দেরি গোঠে হে,
জীবন মরণ আমার সহজ
চরণ-তলে লোটে হে!

আমার হাতে দিলে সর্ব্বনাশী
ঘর ভুলানো তোমার বাঁশী
কাজ ভুলাতে যখন তখন আসি হে,
আমার আপন ভবন কেড়ে, দিলে
ছেড়ে বিশ্ব ভুবন মাঝ।

ভীমপলশ্রী—মধ্যমান

ধ্যান ধরি কিসে হে গুরু,
তুমি যোগ শিখাইতে এলে।
কানন-পথে শ্যাম যে প্রেম-বাণী
মধুকর-করে পাঠালে,
হে গুরু, কি যোগ আমি শিখিব তা ফে'লে
তুমি যোগ শিখাইতে এলে॥

বাগেশ্রী—একতালা

অরালুকাবি কোথায় মা কালি।
আমার বিশ্ব ভুবন আঁধার করে
তোর রূপে মা সব ডুবালি॥
আমার সুখের গৃহ শ্মশান ক'রে
বেড়াস্ মা তায় আগুন জ্বালি
আমায় দুঃখ দেওয়ার ছলে মা তোর
ভুবন-ভরা রূপ দেখালি॥

আমি পূজা ক'রে পাইনি তোরে
এবার চোখের জলে এলি,
আমার বুকের ব্যথায় আসন পাতা
ব'স্ মা সেথা দুখ-দুলালী॥

বাউল—লোফা

আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল, আমার দেউল
আমারি এই আপন দেহ।
আমার এ প্রাণের ঠাকুর নহে সুদূর
অন্তরে মন্দির-গেহ ॥

সে থাকে সকল সুখে সকল দুখে
আমার বুকে অহরহ,
কভু তায় প্রণাম করি বক্ষে ধরি
কভু তারে বিলাই স্নেহ ॥

ভুলায়নি আমারি কুল,
ভুলেছে নিজেও সে কুল,
ভু'লে বৃন্দাবন গোকুল
(তার) মোর সাথে মিলন বিরহ ।।

সে আমার ভিক্ষা-ঝুলি কাঁধে তুলি
চলে ধূলি-মলিন পথে,
নাচে গায় আমার সাথে একতারাতে
কেউ বোঝে, বোঝেনা কেহ

কীর্ত্তন—ভাঙা

ওমা ফিরে এলে কানাই মোদের
এবার ছেড়ে দিস্‌নে তায়।
তোর সাথে সব রাখাল মিলে
বাঁধব্‌ সে ননী-চোরায়॥

তারে তুই যখন মা রাখ্‌তিস বেঁধে
ছাড়ায়েছি কেঁদে কেঁদে ;
তখন জান্‌ত কে, যে, খুল্‌লে বাঁধন
পালিয়ে যাবে মথুরায়॥

এবার আম্‌রা এসে ডাক্‌লে শ্যামে
গোঠে যেতে দিস্‌নে তায়।
ঐ পথে অক্রূর মুণির সাথে
পালিয়ে যাবে শ্যামরায় ॥

মোরা কেউ যাবনা বনে মা আর
খেল্‌ব তোর এই আঙ্গিনায়,
শুধু খেল্‌ব লুকোচুরি লো
আগ্‌লাতে চোরের রাজায় ॥

বাউল—কাফ্‌ৰ্ণা

পথে পথে কে বাজিয়ে চলে বাঁশী
হ'ল বিশ্ব-রাধা ঐ সুরে উদাসী ॥
শু'নে ঐ রাখালের বেণু
ছুটে আসে আলোক-ধেনু,
ঐ নীল গগনে রাঙা মেঘে
ওড়ে গোখুর-রেণু,
আসে শ্যাম-পিয়ারী গোপ-ঝিয়ারি
গ্রহ তারার রাশি ॥

সেই বাঁশীর অন্বেষণে
যত মন-বধূ ধায় বনে,
তাদের প্রেম-যমুনায় বান ডেকে যায়
কুল খোয়ায় গোপনে।
তারা রাস-দেউলে রসের
বাউল আনন্দ-ব্রজবাসী ॥

ভজন

("আরে দাতা শোন্" সুর)

ও মন চল অকূল পানে
মাতি হরিপ্রেম-গুণগানে ॥
নদী যেমন ধায় অকূলে
কূল যত তায় টানে ॥

তুই কোন্ পাহাড়ে ঠেক্‌লি এসে
কোন্ পাথারের জল,
হরির প্রেমে গলে এবার
সেই অসীমে চল্,
তুই স্রোতের বেগে দুল্‌বি রে
কূল বাধা যদি হানে ॥

কুলু কুলু কুলুকুলু হরিগুণ-গান
গাইবি অবিরল,
আর দুই কূলে প্রেম-ফুল ফুটায়ে
কর্‌বি রে শ্যামল,
যত তাপিত প্রাণ হবে শীতল
তোর জলে সিনানে ॥

এ পারের সব যাত্রী যাবে
তোর বুকে ওপারে,
তোর কূলে শ্যাম বাজিয়ে বাঁশী
আস্‌বে অভিসারে,
তুই শ্যামের ছবি ধর্‌বি বুকে
মাত্‌বি প্রেম-তুফানে ॥

মান্দ্ কাফী

এস মুরলীধারী বৃন্দাবন-চারী
গোপাল গিরিধারী শ্যাম।
তেমনি যমুনা বিগলিত করুণ,
কুলু কুলু কুলু স্বরে ডাকে অবিরাম ॥

কোথায় গোকুল-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ,
চাহিয়া পথ পানে ধরণী সতৃষ্ণ,
ডাকে মা যশোদায় নীলমণি
আয় আয় ডেকে যায় নন্দ শ্রীদাম

ডাকে প্রেম-সাধিকা আজো শত রাধিকা
গোপ-কোঙারি,
এস নওল কিশোর কুল-লাজ-মান-চোর
ব্রজ-বিহারী !

পরি সেই পীতধরা সেই বাঁকা শিখী-চূড়া
বাজায়ে বেণু,
আরবার এস গোঠে খেল সেই ছায়া-বটে
চরাও ধেনু !
কদম- তমাল-ছায়ে এস নূপুর-পায়ে ললিত
বঙ্কিম ঠাম ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী

নূপুর মধুর রুণুঝুণু বোলে।
মন-গোকুলে রুণুঝুণু বোলে ॥

কূলের বাঁধন টুটে
যমুনা উথলি উঠে,
পুলকে কদম ফুটে,
পেখম খোলে
শিখী পেখম খোলে ॥

ব্রজ-নারী কুলভু'লে
লুটায় সে পদ-মূলে,
চোখে জল বুকে
প্রেম-তরঙ্গ দোলে ॥

শ্রীমতী রাধার সাথে
বিশ্ব ছুটিছে পথে,
হরি হরি ব'লে মাতে
ত্রিভুবন ভোলে ॥

বেহাগ—একতালা

হে গোবিন্দ, ও অরবিন্দ চরণে-শরণ দাও হে।
বিফল জনম কাটিল কাঁদিয়া, শান্তি নাহি কোথাও হে॥
জীবন-প্রভাত কাটিল খেলায়,
দুপুর ফুরাল মোহের মেলায়,
ডাকিব যে নাথ সন্ধ্যা-বেলায়
ডাকিতে পারিনি তাও হে॥

এসেছি দুঃখ-জীর্ণ পথিক মৃত্যু-গহন রাতে
কিছু নাই প্রভু সম্বল, শুধু জল আছে আঁখি-পাতে
সন্তান তব বিপথগামী
ফিরিয়া এসেছে হে জীবন-স্বামী,
পাপী তাপী তবু সন্তান আমি
ধূলা মু'ছে কোলে নাও হে॥

কীর্ত্তন—ভাঙা

ফিরে আয় ভাই গোঠে কানাই
আর কতকাল রবি মথুরায়।
তোর শ্যামলী ধবলী কাঁদে তৃণ ফেলি,
বারে বারে পথে ফিরে চায় ॥

রাখাল-সাথীরে ফেলি কোথা আজ
রাজ্য পেয়েছ, হে রাখাল-রাজ।
তোর ফেলে-যাওয়া বাঁশী নিয়ে যারে আসি,
মোরা আঁখি-জলে ভাসি দেখে তায় ॥

তুই শিখী-পাখা ফেলে মুকুট মাথায়
দিয়েছিস নাকি, শুনে হাসি পায়!
তুই পীত-ধড়া ছেড়ে রাজ-বেশে ভাই
সেজেছিস্ নাকি, মোদের কানাই!
তুই অসি ফেলে নেচে আয় হেলে দুলে
নূপুর পরিয়া রাঙা পায়।
ফিরে আয় ননী-চোর ব্রজের কিশোর
মা বলে ডাক্ যশোদায় ॥

গান

সুন্দর বেশে মৃত্যু আমার

আসিলে কি এতদিনে ?

বাজালে দুপুরে বিদায় পুরবি

আমার জীবন-বীণে !

ভয় নাই রাণী, রেখে গেনু শুধু

চোখের জলের লেখা,

রাতের এ লেখা শুকাবে প্রভাতে ;

চ'লে যাব আমি একা !

* * * *

দিনের আলোকে ভুলিও তোমার রাতের দুঃস্বপন,

ঊর্দ্ধে তোমার প্রহরী দেবতা,

মধ্যে দাঁড়ায়ে তুমি ব্যথাহতা,

পায়ের তলার দৈত্যের কথা ভুলিতে কতক্ষণ ?

তিলক—কামোদ—আদ্ধা কাওয়ালী

রাখ রাখ রাঙা পায়
হে শ্যামরায়।
ভু'লে গৃহ স্বজন সবই সঁপেছি তোমায়॥
সংসার মরু ঘোর নাহি তরু ছায়া
নব নীরদ শ্যাম আনো মেঘ-মায়া.
আনন্দ-নীপবনে নন্দ দুলাল এস
বহাও উজান হরি অশ্রুর যমুনায়॥
একা জীবন মোর গহন বন ঘোর
এস এ বনে বনমালী গোপ-কিশোর,
কুঞ্জ রচেছি দুখ-শোক-তমাল ছায়।
প্রেম প্রীতির গোপী-চন্দন শুকায়ে যায়॥
দারা সুত প্রিয়জন, হরি হে নাহি চাই
পদ্ম-পলাশ আঁখি যদি দেখিতে পাই,
রাখাল-রাজা এস, এসহে হৃষি কেশ,
গোকুলে লহ ডাকি' অকূলে ভাসি হায়॥

কীর্ত্তন—মিশ্র

মোরে সেইরূপে দেখা দাও হে হরি।
তুমি ব্রজের বালারে রাই-কিশোরীরে
ভুলাইলে যেই রূপ ধরি'॥
হরি বাজায়ো বাঁশরী সেই সাথে,
যে বাঁশী শুনিয়া ধেনু গোঠে যেত
উজান বহিত যমুনাতে।
যে নূপুর শু'নে ময়ুর নাচিত
এস হে সেই নূপুর পরি'॥
নন্দ-যশোদা কোলে গোপাল
যে রূপে খেলিতে, ক্ষীর ননী খেতে
এস সেই রূপে ব্রজ-দুলাল॥
যে পীত-বসনে কদম-তলায় নাচিতে
এস সে বাস পরি'॥
কংসে বধিলে যে রূপে শ্যাম
কুরুক্ষেত্রে হইলে সারথি
এস সেইরূপে এ ধরাধাম।
যে রূপে গাহিলে গীতা নারায়ণ,
এস সে বিরাট রূপ ধরি'॥

ভৈরবী—দাদরা

হৃদয়-সরসী দুলালে পরশি' গত নিশি।
নিশি-শেষে চাঁদ—পূর্ণিমা চাঁদ—
গেলে মিশি';
গত নিশি॥

নয়ন মুদি কুমুদী ঐ—
কাঁদে প্রিয় কই,
পিউ কাহাঁ, পিউ কাহাঁ, পিউ কাহাঁ,
দশ দিশি।
গত নিশি॥

———

ভজন

ভৈরবী—কাওয়ালী

রাখ এ মিনতি ত্রিভুবন—পতি
তব পদে মতি (রাখ)
আঁখির আগে যেন সদা জাগে
তব ধ্রুব জ্যোতি ॥
সংসার-মরু মাঝে তুমি মেঘ–মায়া,
বিষাদ—শোক-তাপে তুমি তরু-ছায়া
সান্ত্বনা-দাতা তুমি দুঃখ-ত্রাতা
অগতির গতি ।
দোলে কালো নিশার কোলে
আলো-উষসী,
তিমির তলে তব তিলক জ্বলে
ঐ পূর্ণ-শশী ।
ঝঞ্ঝার মাঝে তব বিষাণ বাজে,
সহসা ঢলি পড়' বনে ফুল-সাজে,
কোমলে কঠোরে হে প্রভু বিরাজে
(তব) মহিমা শকতি ॥

ঝুর্গা—দাদরা

প্রণমি তোমায় বন-দেবতা।
শাখে শাখে শুনি তব ফুল-বারতা ॥

তোমার ময়ুর তোমার হরিণ
লীলা সাথী রয় নিশিদিন,
বিলায় ছায়া বাণী-বিহীন
তরু ও লতা ॥